দৈনিক বাংলা

008

তারিখ 12 JUN 1987

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করায় পাকশী কুমিল্লা যশোরে ব্যাপক হাঙ্গামা

(স্টাফ রিপোর্টার)

এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করায় পাকশী, যশোর ও কুমিল্লায় ঘটেছে অপ্রীতিকর ঘটনা।

পাকশীতে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে। ভাংচুর করেছে বিভাগীয় রেলওয়ে কার্যালয়। পুড়িয়ে দিয়েছে একটি ট্রলি।

যশোরে বিআরটিসি'র যাত্রী-বোঝাই একটি বাস ভাংচুর করে বাসটিকে ফেলে দেয়া হয়েছে খাদে। ভাংচুর করা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের আসবাবপত্র।

কুমিল্লার চৌয়ারা কলেজের ছাত্ররা হামলা চালিয়েছে অধ্যক্ষের কক্ষে। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে উত্তরপত্র ও এডমিট কার্ডে।

ঈশ্বরদী থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন:

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

যশোরে ব্যাপক হাঙ্গামা

(প্রথম পৃঃ পর)

পাকশী কলেজের একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র বুধবার সন্ধ্যার পর হার্ডিঞ্জ ব্রীজের পূর্বদিকে পাঁচশ গজ দূরে পর পর ৩টি রেল লাইন খুলে ফেলে এবং সেগুলো দিয়ে রেল লাইনের উপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। রাত ১০টার দিকে তারা রেলের টেলিফোন ও কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং একটি ট্রলি পুড়িয়ে দেয়। তারা বিভাগীয় রেল কার্যালয়ও ভাংচুর করে।

পাকশী কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে। প্রায় ৩শ ছাত্রছাত্রী এডমিট কার্ড পাবার পর হঠাৎ বোর্ড থেকে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের নির্দেশ দেয়া হয়। কলেজের ছাত্ররা কেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে মিছিল বের করে এবং রেল লাইন ও ট্রেনের ক্ষতি সাধন করে।

তাদের বিক্ষোভ চলাকালে মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনটি হার্ডিঞ্জ ব্রীজের পূর্বদিকে এসে সিগন্যাল না পাওয়ায় থেমে যায়। মিছিলকারীরা এ সময় ট্রেনের কাচ ভাংচুর করে এবং ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি ও স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে টুলবক্স কেড়ে নেয়। রাত একটার দিকে পুলিশ প্রহরাধীনে লাইন মেরামত করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ পরীক্ষার্থীসহ ২৫ জনকে আটক করেছে। এদের মধ্যে ১৯ জনকে গতকাল ঈশ্বরদী আদালতে হাজির করা হয়েছে।

সকাল থেকে পাকশীতে উত্তেজনা বিরাজ করায় বৃহস্পতিবার রেল কর্মকর্তারা অফিসে যাননি। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী পুলিশ সুপার ক্ষতিগ্রস্ত রেল কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন। রেল লাইন উপড়ে ফেলা ও রেলওয়ে কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যশোরে বাসে হামলা

যশোর থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টারের খবর: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন কাজী নজরুল ইসলাম পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করায়, গতকাল বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও তাদের অভিভাবকরা যশোর ঢাকা মহাসড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। তারা যাত্রী বোঝাই বিআরটিসির একটি বাস ভাংচুর করে ও রাস্তার খাদে ফেলে দেয়। এতে ১৫ জন যাত্রী আহত হয়।

কলেজের শিক্ষকরা তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে তারা কলেজেও চড়াও হয় এবং লক্ষাধিক টাকার আসবাবপত্র ও বিজ্ঞান বিভাগের যন্ত্রপাতি নষ্ট করে। কয়েকজন শিক্ষকও তাদের হাতে প্রহৃত হন।

এ ব্যাপারে কলেজের পক্ষ থেকে যশোর কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শিক্ষকদের নিরাপত্তার জন্যে কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চৌয়ারার ঘটনা

কুমিল্লা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন: পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে কুমিল্লা সদর উপজেলার চৌয়ারা কলেজে একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষসহ কয়েকটি কক্ষের ক্ষতিসাধন করে এবং কলেজ প্রাঙ্গণে উত্তরপত্র ও প্রবেশপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়।

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ৪৮২টি প্রবেশপত্র এবং ৩৩৯টি উত্তরপত্র ও ১৫৭৯টি অতিরিক্ত উত্তরপত্র জ্বালিয়ে দেয়।

পুলিশ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সাত হাজার অতিরিক্ত উত্তরপত্র উদ্ধার করে। দুজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য কলেজে ৫৭০ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে। এই কলেজ কেন্দ্র সম্প্রতি বাতিল করে ভিক্টোরিয়া কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে।